সংবাদ

তারিখ 05 JUN 1985
পৃষ্ঠা ... গ্রাফিক আর্টস ...

গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউটের হালচাল

05 JUL 1985

শিক্ষক ও অর্থের অভাব প্রধান বাধা

।। এ, এম, এম, হাসান ।।

দেশে মুদ্রণ শিল্পের নতুন নতুন প্রযুক্তি আমদানী হচ্ছে। কিন্তু মুদ্রণ শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষা দেয়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউটে নতুন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এমনকি ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রণীত স্কীমে যেসব বিষয়ের ওপর ডিপ্লোমা ডিগ্রী দেয়ার কথা ছিল, তাও এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

মুদ্রণ শিল্পের উন্নয়ন এবং দেশ-বিদেশে চাকরির সংস্থান সহজতর হবে বিবেচনা করেই গ্রাফিক আর্টস ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই লক্ষ্যে ৩৬ হাজার বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট প্রিন্টিং ল্যাবরেটরীতে প্রয়োজনীয় মুদ্রণ যন্ত্র এবং সাজসরঞ্জামও সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির প্রতি গুরুত্ব না দেয়ায় এখন পর্যন্ত শিক্ষার কার্যকারিতা অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। ইনষ্টিটিউটের ছাত্র এবং শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে যে, অতীতে মুদ্রণ শিল্পের সাথে সম্পর্কহীন কর্মকর্তাদের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করার ফলেই শিক্ষা ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে।

প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে এখন পর্যন্ত ইনষ্টিটিউটের স্কীম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। লেটার প্রেস মুদ্রণ ও গ্রাফিক ডিজাইন, অফসেট, গ্রাফিক রি-প্রোডাকশন, কম্পোজিশন ও বাইণ্ডিং—এই ৫টি বিভাগে বিশেষ প্রশিক্ষণসহ ডিপ্লোমা ডিগ্রী দেয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে শুধুমাত্র লেটার প্রেস মুদ্রণ ও গ্রাফিক ডিজাইন এবং অফসেট বিভাগের ওপর ডিপ্লোমা ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে।

শিক্ষকের অভাব রয়ে গেছে

স্কীম অনুযায়ী শিক্ষকদের পদগুলো প্রতিষ্ঠানের সূচনা থেকে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত কখনও পূরণ করা হয়নি। বর্তমানে ৫ জন চীফ ইনষ্ট্রাকটর-এর জায়গায় একজনও নেই, ৮জন ইনষ্ট্রাক্টর-এর জায়গায় ৪ জন এবং ১৫ জন জুনিয়ার ইনষ্ট্রাক্টর-এর জায়গায় ৬ জন রয়েছেন।

প্রতি বছর ১শ' ছাত্র ভর্তি করার সুযোগ থাকলেও এই প্রতিষ্ঠানে ৫০ জন করে ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে চললে এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিগত বছরগুলোতে কমপক্ষে ৫শ' ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করে বেরিয়ে আসতো। কিন্তু এতোদিনে এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করেছে মাত্র ১শ' ৮২ জন।

এনাম কমিটির রিপোর্টের পরবর্তী অবস্থা

ছাত্র ও শিক্ষকরা জানালেন যে, এতোদিন যে সমস্যা ছিল তার ওপরে আরও নতুন সমস্যা যোগ হয়েছে এনাম কমিটির রিপোর্ট

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

(১ম পাতার পর)

অনুযায়ী পুনর্গঠিত কাঠামো প্রণয়নের পর। ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন অধ্যক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী যে দু'টি বিষয়ের ওপর ডিপ্লোমা ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে শুধু সেই দু'টি বিষয়ের শিক্ষক রেখে অন্যান্য শিক্ষকের পদগুলোকে উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। কিন্তু দু'টি বিষয়ে ডিপ্লোমা দেয়া হলেও ছাত্রদের সবগুলো বিষয়ই শিখতে হয়। এই সহজ বিষয়টি প্রাক্তন অধ্যক্ষের নজরে পড়েনি বলে তারা জানান।

গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট থেকে বর্তমানে যারা পাস করছেন, তাদের গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ছাত্ররা অভিযোগ করছে যে, হাতে-কলমে কাজ শেখার উপকরণের জন্য অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দে অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় কম। ১৯৬৭ সালে শুরু থেকে প্রতি বছর এ খাতে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হতো। মুদ্রণ উপকরণের দাম কয়েক গুণ বেড়ে যাওয়ার পরও প্রতিবছর ওই খাতে আগের পরিমাণ অর্থই বরাদ্দ করা হচ্ছে। ফলে ছাত্রদের হাতে-কলমে শেখার কাজ ভালভাবে হচ্ছে না। এই সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাণিজ্যিকভাবে কিছু মুদ্রণ কাজ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। কিন্তু বাণিজ্যিক কাজ করতে গিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাও কার্যত: বন্ধ করে দিয়েছেন। দুর্নীতির রাস্তা বন্ধ করে বাণিজ্যিকভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করলে হাতেকলমে শেখার কাজ ভালভাবে হতে পারে বলে ছাত্ররা জানিয়েছেন।

মুদ্রণ শিল্পের নতুন প্রযুক্তিসমূহ ইনষ্টিটিউটের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত না করায় ছাত্রদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে।

মুদ্রণ শিল্পের আধুনিক পদ্ধতি চালু হয়নি

ছাত্ররা জানালেন যে, বর্তমানে লেটার প্রেস পদ্ধতি অচল হয়ে যাওয়ার পথে। অন্যদিকে 'ফটোটাইপ সেটার' জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ 'ফটো টাইপ সেটার' প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়ার কোন উদ্যোগ নেননি। এছাড়া ইনষ্টিটিউটে ডিগ্রী কোর্স চালুর ব্যাপারেও কোন অগ্রগতি হয়নি বলে ছাত্ররা জানিয়েছে।

ইনষ্টিটিউটের বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল আউয়ালের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, পুনর্গঠিত কাঠামোতে যেসব শিক্ষকের পদ উদ্বৃত্ত করা হয়েছে সেগুলো পুনরায় বহাল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

অর্থের অভাবে

নতুন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ জানতে চাইলে অধ্যক্ষ বলেন, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে এতোদিন এগুলো করা সম্ভব হয়নি। তিনি বলেন, প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ হলে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন মেশিন পরিবর্তন এবং নতুন প্রযুক্তি বিশেষ করে 'ফটো টাইপ ...